খেলাধুলার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে মাদকমুক্ত সমাজ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেছেন, আজ যারা খেলায় অংশগ্রহণ করবেন এবং যারা খেলা উপভোগ করবেন, সবাইকে আমি মাদককে ‘না’ বলার আহ্বান জানাই। শুধু খেললেই হবে না, আমাদের সবাইকে মাঠে এসে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করতে হবে।

আমরা সবাই মিলে খেলা দেখব এবং সব সময় মাঠকে প্রাণবন্ত রাখব।

শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা করবে অথবা খেলা উপভোগ করবে। তাহলেই আমাদের স্লোগান ‘মাদককে না বলি, সবাই মিলে খেলতে চলি’ বাস্তবে সফল করা সম্ভব হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গতকাল সোমবার বিকেল ৫টায় চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি বেলুন উড়িয়ে এবং ট্রফি উন্মোচনের মাধ্যমে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

বাবলু সূত্রধর বলেন, এ ধরনের ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন আমাদের সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে দূরে রাখতে এবং তরুণদের খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

যারা খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন, তারা সবাই হার-জয়কে খেলাধুলার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে মেনে নেবেন। পাশাপাশি খেলোয়াড়, আয়োজক ও দর্শকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানাই।

অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, এই ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে আমরা মেহেরপুরকে মাদকমুক্ত করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, খেলাধুলার প্রসার তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাদকের ভয়াবহতা অনেক সময় সিগারেটের মতো ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে

শুরু হয়। তাই খেলোয়াড়, ক্রীড়াপ্রেমী এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত ধূমপান ও মাদক থেকে দূরে থাকা। আসুন, সবাই মিলে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করি এবং একটি সুস্থ, সুন্দর ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলি।

এছাড়াও এসময় পৌর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এসময় সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব রাকিবুল হাসান রিপন, সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব আয়ুব হোসেন, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলীসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ক্রীড়া সংগঠক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাচে বুড়িপোতা ইউনিয়ন ১-০ গোলে পিরোজপুর ইউনিয়নকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ২৪তম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় সোলায়মান জয়সূচক গোলটি করেন। ডি-বক্সের বাইরে থেকে শামীমের নেওয়া ফ্রি-কিক আনমার্ক অবস্থানে থাকা সোলায়মানের কাছে পৌঁছালে তিনি প্রথম স্পর্শেই জোরালো শটে বল জালে পাঠান। তার করা একমাত্র গোলেই বুড়িপোতা ইউনিয়ন মূল্যবান জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে।

দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে, যেখানে শ্যামপুরের প্রতিপক্ষ কুতুবপুর। তৃতীয় ম্যাচে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বারাদি ও আমদহ একে অপরের মুখোমুখি হবে।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ম্যাচের বিজয়ী ও দ্বিতীয় ম্যাচের বিজয়ী ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে। তৃতীয় ম্যাচের বিজয়ী ও আমঝুপি ইউনিয়নের গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের বিজয়ী দল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অংশ নেবে।

ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাঠে, যেখানে দুই সেমিফাইনালের বিজয়ী দল শিরোপার জন্য লড়বে।

আলমডাঙ্গায় তিনদিন ব্যাপী ফলমেলা উদ্বোধণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধণ এবং খরিপ-২ মৌসুমের কৃষি উপকরণ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে।

গত শুক্রবার ২৬ শে জুন বেলা সাড়ে ১১ টার সময় , উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মেলার উদ্বোধন ও কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা সামগ্রী বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুজ্জামান শরিফ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুজ্জামান শরিফ বলেন, “কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি ও খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর, এখানে সঠিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নত জাতের চাষাবাদ বাড়াতে পারলে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনি দেশ পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।”

তিনি আরও বলেন, “অতীতের সকল বৈষম্য পেছনে ফেলে বর্তমান প্রশাসন প্রান্তিক কৃষকদের দোরগোড়ায় সরকারি প্রণোদনা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সারের দাম কমানো থেকে শুরু করে উন্নত বীজ নিশ্চিত করতে কাজ চলছে। প্রতিটি বাড়িতে অন্তত একটি করে ফলদ বা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন গাছ রোপণ করা উচিত, যাতে নতুন প্রজন্ম ভেজালমুক্ত ফল খেতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই সময়োপযোগী উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।” তিনি কৃষকদেরকে প্রাপ্ত প্রণোদনার বীজ ও সার সঠিকভাবে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান জানান।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) শাহিনুর আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান সরকার, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক দেবাশীষ রায় এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহিনুর আক্তার বলেন, ফল মেলা থেকে সর্বস্তরের মানুষ নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও ফল চাষের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন,এছাড়াও ৪০ জন প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কন্দ বীজ বিতরণ করা হয়েছে।প্রতি কৃষক পিয়াজের বীজ,সার সহ কৃষি পন্য পেয়েছে।এছাড়াও ৩ জন কৃষক কে কেচো সার উৎপাদনের জন্য মেশিন প্রদান ও ২ জন কৃষক কে সরিষার তেল ভাঙ্গা মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, জেলা জাসাসের সম্পাদক সেলিমুল হাবিব, ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেন ও মাহবুবুল হক, কৃষকদল নেতা ওয়াজেদ আলী কচি, যুবদল নেতা মীর আসাদুজ্জামান উজ্জল এবং ছাত্রদল নেতা জাহিদ হাসান শুভ, আতিক রহমান রিংকু ও আল ইমরান রাসেলসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক কৃষক।

আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং তালিকাভুক্ত প্রান্তিক কৃষকদের হাতে উন্নত জাতের বীজ ও সারসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ তুলে দেন।